রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, অক্টোবর ২৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ৭ কার্তিক ১৪২৬/২৩ অক্টোবর ২০১৯

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৯.৩১৭—আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। গত ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীস্থ হোটেল তাজমহলে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে সংস্থাটির সভাপতি অধ্যাপক ইশাহ মোহাম্মদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সম্মানজনক এই পুরস্কার তুলে দেন।

২। ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করায় বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৯ আশ্বিন ১৪২৬/১৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৯ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৪ অক্টোবর ২০১৯

আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। গত ৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লীস্থ হোটেল তাজমহলে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে সংস্থাটির সভাপতি অধ্যাপক ইশাহ মোহাম্মদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট সম্মানজনক এই পুরস্কার তুলে দেন। ইতঃপূর্বে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মেঘাবতী সুকর্ণপুত্রী এবং নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন প্রমুখও এ পুরস্কারে ভূষিত হন। উল্লেখ্য, বিশ্বশান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা ব্যক্তিবর্গকে এ পুরস্কারে ভূষিত করে থাকে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত ও নির্যাতিত বিপন্ন মানুষের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসাধারণ মানবিক এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তিনি পরম আন্তরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় একাত্ম হয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও আবাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও সমঝোতার পথ ধরে ঐকমত্য স্থাপনের বিষয়ে আশাবাদী এবং সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ফোরামে তিনি কার্যকর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি প্রলম্বিত রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭২তম অধিবেশনে পাঁচ দফা, ৭৩তম অধিবেশনে তিন দফা এবং ৭৪তম অধিবেশনে চার দফা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন যা সর্বমহলে সমাদৃত হয়।

দেশের বিকাশমান অর্থনীতি, বিদ্যমান জনসংখ্যা-আধিক্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তার ঝুঁকি উপেক্ষা করে শুধু মানবিক কারণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে নির্যাতিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনসহ জীবনযাপনের যে মৌলিক সুবিধা প্রদান করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহানুভূতিশীল ঔদার্য, মমত্ববোধ, মানবিকতা, মহানুভবতা ও পরার্থপর মানসিকতার জন্য নেদারল্যান্ডসভিত্তিক স্বনামধন্য ম্যাগাজিন 'ডিপ্লোম্যাট' তাদের সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসের সংখ্যাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'মাদার অব হিউম্যানিটি' সংক্রান্ত সংবাদ ও তাঁর ছবি প্রচ্ছদ-বিষয় হিসাবে প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের জীবনরক্ষায় তৎকর্তৃক গৃহীত সকল কার্যক্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৭ সালে লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম 'চ্যানেল ফোর' 'Mother of Humanity' অভিধায় ভূষিত করে।

রাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক শান্তিপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকা সতত প্রশংসনীয়। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলোচনা, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার নীতিতে বিশ্বাসী। ক্ষুধা- ও দারিদ্র্য-নিরসনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত ও সুসংহত করেছে। এ ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শূন্য-সহিষ্ণুতার নীতি সর্বমহলে আজ প্রশংসিত।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দর্শন-চিন্তা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব প্রদানের জন্যও তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা লাভ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুসংহত করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করায় বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd